121948 - আহলে বাইতের মর্যাদা কী? তারা কি কিয়ামতের দিন মানুষদের জন্য সুপারিশ করবে?

প্রশ্ন

অন্যান্য মানুষের উপরে আহলে বাইতের মর্যাদা কী? তারা কি কিয়ামতের দিন মানুষদের জন্য সুপারিশ করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

(10055) নং প্রশ্নের উত্তরে আমরা বর্ণনা করেছি যে, কারা আহলে বাইত বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর। ঐ উত্তরের শেষে আমরা যা বলেছি:

সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হলো: তাঁর স্ত্রীরা, তাঁর সন্তান-সন্ততি, বনু হাশেম, বনু আব্দুল মুত্তালিব এবং তাদের আযাদকৃত দাসরা।[সমাপ্ত]

দুই:

আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইতের বহুবিধ মর্যাদা নির্ধারণ করেছেন। তাদেরকে ভালোবাসার আবশ্যকতা এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াত ঐকমত্য পোষণ করেছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

‘অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইতের এমন কিছু অধিকার রয়েছে যেগুলো সংরক্ষণ করা ওয়াজিব। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের জন্য গনীমতের সম্পদের এক-পঞ্চমাংশে ও ফাই (বিনা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)-এ অধিকার নির্ধারিত রেখেছেন। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়ার সাথে সাথে তাদের উপরও দরূদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: তোমরা বলবে: ‘হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদের প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহমত নাযিল করুন যেমনভাবে আপনি ইব্রাহীমের পরিবারের প্রতি রহমত নাযিল করেছেন, নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও মহামহিমান্বিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারের উপর বরকত নাযিল করুন যেমনভাবে আপনি বরকত নাযিল করেছিলেন ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও

মহামহিমান্বিত।’[মাজমুউল ফাতাওয়া (৩/৪০৭)]

তিনি আরো বলেন: ‘অনুরূপভাবে আল্লাহর রাসূলের আহলে বাইতকে ভালোবাসা, তাদের সাথে মিত্রতা রাখা ও তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা ওয়াজিব।’[দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া (২৮/৪৯১)]

তিনি:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইতের মর্যাদাসমূহের মাঝে রয়েছে:

১. আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً . وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

“হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা তো অন্য কোন নারীর মত নও। (অতএব) তোমরা যদি মুত্তাকী হয়ে থাকো, তাহলে (অন্য লোকের সাথে) নরম করে কথা বলবে না; তাতে অন্তরে ব্যাধিগ্রস্ত কোনো (পুরুষ) লোক প্রলুব্ধ হতে পারে; তবে স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে। তোমরা তোমাদের ঘরে থাকবে এবং আগের অজ্ঞতাযুগের মতো নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের কথা মেনে চলবে। হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে পঙ্কিলতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পুরোপুরি পবিত্র করতে।”[সূরা আহযাব: ৩২-৩৩]

এই মর্যাদা কেবল তাঁর স্ত্রীদের সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং সহীহ সুন্নাহ অনুসারে আরো কিছু ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত:

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সকালে বের হলেন। তাঁর গায়ে ছিল কালো পশমের ডোরাকাটা চাদর। তখন হাসান ইবনে আলী (রাঃ) এলে তিনি তাঁকে চাদরের ভেতর প্রবেশ করিয়ে নিলেন। এরপর হুসাইন ইবনে ‘আলী (রাঃ) এলে তিনিও চাদরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন। এরপর ফাতিমা (রাঃ) আসা এলে তাঁকেও ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললেন। এরপর ‘আলী (রাঃ) এলে তাঁকেও ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপরে তিলাওয়াত করলেন:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“হে আহলে বাইত! আল্লাহ তাআলা তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করে তোমাদের পুরোপুরি পবিত্র করতে চান।”[হাদীসটি মুসলিম (২৪২৪) বর্ণনা করেন]

২. আল্লাহ তাআলা বলেন:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

“নবী মুমনিদরে কাছে তাদরে নজিদেরে চয়েে অগ্রগণ্য এবং তাঁর সহধর্মণীরা তাদরে মা সমতুল্য।”[সূরা আহযাব: ৬]

৩. ওয়াসলো ইবনুল আসক্বা’ বলনে: আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছেি তনিি বলনে: “আল্লাহ তাআলা ইসমাঈল-এর বংশ থকেে কনিানা গোত্রকে বংশ বছেে নয়িছেনে। কনিানাহ গোত্র থকেে কুরাইশ বংশকে বছেে নয়িছেনে। কুরাইশ বংশ থকেে হাশমি উপগোত্রকে বছেে নয়িছেনে এবং হাশমিরে বংশধরদরে থকেে আমাকে বছেে নয়িছেনে।”[হাদীসটি মুসলমি (২২৭৬) বর্ণনা করনে]

৪. যাইদ ইবনে আরক্বাম বলনে: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদনি মক্কা ও মদনিার মাঝামাঝি ‘খুম্ম’ নামক জলাশয়রে কাছে দাঁড়য়িে আমাদরে সামনে বক্তৃতা দলিনে। আল্লাহর প্রশংসা ও উপদশে শষেে ওয়ায-নসীহত করলনে। তারপর বললনে: “হুঁশয়িার, হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ, অতি সত্ত্বরই আল্লাহর পক্ষ থকেে প্ররেতি ফরেশেতা আসবে, আর আমওি তাঁর আহ্বানে সাড়া দবি। আমি তোমাদরে কাছে ভারী দুটো জনিসি রখেে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হলো আল্লাহর কতিাব। এতে হদিায়াত এবং আলোকবর্তকিা আছে। অতএব তোমরা আল্লাহর কতিাবকে অনুসরণ করো, একে শক্ত করে আঁকড়ে রাখো। তারপর তনিি কুরআনরে প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্ররেণা দলিনে। এরপর বলনে: আর দ্বতিীয়টি হলো আমার আহলে বাইত। আর আমি আহলে বাইতরে বষিয়ে তোমাদরেকে আল্লাহর কথা মনে করয়িে দচ্ছি। আহলে বাইতরে ব্যাপারে তোমাদরেকে আল্লাহর কথা স্মরণ করয়িে দচ্ছি, আহলে বাইতরে ব্যাপারে তোমাদরেকে আল্লাহর কথা মনে করয়িে দচ্ছি।”[হাদীসটি মুসলমি (২৪০৮) বর্ণনা করনে]

এই উপদশে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সাহাবীরা সংরক্ষণ করছেলিনে। তাদরে মাঝে সর্বাগ্রে ছলিনে আবু বকর সদ্দিীক ও উমর ইবনুল খাত্তাব রাদয়িাল্লাহু আনহুমা।

বুখারী (৩৫০৮) ও মুসলমি (১৭৫৯) বর্ণনা করনে: আবু বকর রাদয়িাল্লাহু আলী রাদয়িাল্লাহু আনহুকে বলনে: “যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, আমার কাছে নজিরে আত্মীয়তা রক্ষা করার চয়েে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আত্মীয়তা রক্ষা করা অধকি পছন্দনীয়।”

বুখারী তার সহীহ (৩৫০৯) গ্রন্থে আবু বকর রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে তার এই বক্তব্যও বর্ণনা করনে: ‘তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার পরবিাররে মাধ্যমে দখেে রাখব।”

হাফযে ইবনে হাজার রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আহলে বাইতরে দখেভাল করো" এ কথার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করা হচ্ছে এবং তাদরেকে উপদশে দয়ো হচ্ছে। কোন কছিুকে দখেে রাখার অর্থ সে জনিসিরে সংরক্ষণ করা। অর্থাৎ তনিি বলছেনে: তোমরা তাদরেকে দখেে রাখার মাধ্যমে তার অধকিার সংরক্ষণ করো।

তাদরেকে কষ্ট দওি না এবং তাদরে সাথে মন্দ আচরণ করো না।[ফাতহুল বারী (৭/৭৯)]

আর উমর ইবনুল খাত্তাব রাদয়িাল্লাহু আনহু যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আত্মীয়দরে মর্যাদা সংরক্ষণ করছেনে সটেি বভিন্নি বষিয়ে প্রকাশ পয়েছে। তন্মধ্যে ভাতা প্রদানরে ক্ষত্রেে তাদরেকে নজিরে উপর ও অন্যান্য মানুষদরে উপর প্রাধান্য দয়ো।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

‘অনুরূপভাবে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদয়িাল্লাহু আনহু যখন রাজস্ব বভিাগ প্রবর্তন করলনে, তখন মানুষরে বংশমর্যাদা অনুসারে সখোনে তাদরে নাম লখিলনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে নকিটাত্মীয়দরে দয়িে তনিি শুরু করলনে। যখন আরবরা শষে হলো তখন অনারবদরে নাম তালকিাভুক্ত করলনে। অন্যান্য খলোফায়ে রাশদেীনরে যুগওে এমনটি ছলি। তারপর সকল উমাইয়া খলফিা ও আব্বাসী খলফিাদরে আমলে তা বহাল ছলি। পরবর্তীতে তা বদলে যায়।’[ইক্বতদিাউস সীরাত্বলি মুস্তাকীম (পৃ. ১৫৯, ১৬০)]

চার:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালআমরে আহলে বাইতরে জন্য কোনো সুনর্দিষ্টি শাফায়াত তথা সুপারশি নইে। বরং সটেি সবার জন্য আম; আল্লাহ তাআলা নকেকার, শহীদ, আলমেদরে মধ্যে যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে সুপারশি করার সুযোগ দবিনে। তারা আহলে-বাইতরে কউে হোক কংিবা তাদরে বাইররে সাধারণ কোনো মানুষ হোক।

(21672) নং প্রশ্নরে উত্তরে আমরা বলছে:

পাপী ব্যক্তদিরে জন্য সুপারশি কবেল নবী করবনে না। বরং এতে তার সাথে যুক্ত হবনে: নবীরা, শহীদরা, আলমেরা, নকেকার ব্যক্তবির্গ ও ফরেশেতারা। ব্যক্তরি নকেকাজ তার পক্ষে সুপারশি করতে পার। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচয়েে বশেি পরমিাণ সুপারশি করবনে।[সমাপ্ত]

এখান থকেে ঐ সমস্ত সীমালঙ্ঘনকারী রাফযেীদরে খণ্ডন জানা যায়, যারা দাবি করে সুপারশি কবেল আহলে বাইতদরে জন্য নর্দিষ্টি। বরং তাদরে গ্রন্থসমূহে এটাও উল্লখে আছে যে আহলে বাইত মানুষদরেকে জান্নাতে ও জাহান্নামে প্রবশে করাব! আহলে বাইতরে ব্যাপারে তাদরে সীমালঙ্ঘনরে দীর্ঘ তালকিার মাঝে এটওি একটি। এর উৎস হলো আল্লাহ তায়ালার দ্বীনরে ব্যাপারে তাদরে অজ্ঞতা এবং কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্য থকেে তাদরে দূরে অবস্থান।

আমরা শাইখ আব্দুল মুহসনি ইবনে হামাদ আল-আব্বাদ আল-বদররে লখো প্রবন্ধ ‘ফাদলু আহললি বাইতি ওয়া-উলূয়ু মাকানাতহিমি ইন্দা আহলসি সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াত’ পড়ার পরামর্শ দবিো। আমরা এই ফতোয়ায় উক্ত বই থকেে উপকৃত

হয়ছে। বইটতিে এ বষিয়ে বস্তির আলোচেনা রয়ছে। কলবের ছোট হলওে বইটি বশে উপকারী। বইটি এখানে দখেুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।